STUDY MATERIALS
SEMESTER -2
COURSE -3

তুমি কি মনে কর যে গুপ্তযুগ প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ ?

এ ভারতবর্ষে বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠনের কাজে প্রথম কৃতিত্ব দেখান মৌর্য বংশের শাসকগণ। মৌর্যবংশের পতনের পর ভারতের রাজনীতিত সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে গুপ্তবংশের রাজারা ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে উদ্যোগী হন। রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশেও তাঁরা অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখান।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুপ্ত যুগে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রচলন ও সেচব্যবস্থার মাধ্যমে সে যুগে কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের সংস্কার গুপ্ত যুগেরই কীর্তি। গুপ্ত যুগের গ্রন্থাদিতে প্রায় ৬৪ ধরনের শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, ধাতুশিল্প, কাষ্ঠশিল্প ও চর্মশিল্প ছিল বিখ্যাত। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে গুপ্ত যুগ ছিল যথেষ্ট অগ্রণী। ভৃগুকাচ্ছ, কল্যাণ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বন্দর ছিল বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতের ছিল ব্যাপক বাণিজ্যিক লেনদেন। নাসিক, পৈঠান, বারাণসী, তক্ষশিলা প্রভৃতি নগর বিখ্যাত ছিল অন্তর্বাণিজ্যের জন্য। 'নিগম-প্রতিষ্ঠান' (Guilds) তৎকালীন বাণিজ্যবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এইভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতির ফলে গুপ্তযুগে আর্থিক সাচ্ছল্য সম্ভব হয়েছিল।

গুপ্ত যুগে শিল্পের তিনটি, যথা-স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। স্মিথের ভাষায়: "The three closely allied arts of architecture, sculpture and painting attained an extraordinary high points of achievements."গুপ্ত যুগের স্থাপত্যশিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল তিগোয়ার বিষ্ণুমন্দির, কুবীরের পার্বতীমন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, সাঁচী ও বৌদ্ধগয়ার বুদ্ধস্তূপ প্রভৃতি। এ যুগে মন্দির-শিল্পের দারুণ উন্নতি হয়েছিল। মন্দিরগুলি সাধারণত ইট বা কাঠ দিয়ে নির্মিত হত। মন্দিরগুলির চতুষ্পার্শ্বে ছিল প্রাঙ্গণ ও মাঝখানে ছিল গর্ভগৃহ।

গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিগঠনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। সারনাথে আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তিগুলি এ যুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিগুলি ছিল আশ্চর্য রকমের সাবলীল এবং রেখার স্পষ্টতা ছিল লক্ষণীয়। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যকে মথুরা ও অমরাবতীর ভাস্কর্যের পরিণত রূপ বলা যায়। তবে এখানকার মূর্তিগুলির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এদের আধ্যাত্মিকতা, যা প্রতিটি মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত। তবে বেঙ্গী ও অমরাবতীর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা পার্থিবতা গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যে অনুপস্থিত। অধ্যাপক নীহারঞ্জন রায় ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী উল্লেখ করেছেন যে, গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যশিল্পীরা অতীন্দ্রিয় শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তাঁরা সফলও হয়েছেন। সব থেকে বড়ো কথা এগুলির নির্মাণশৈলী ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। ড. রমেশচন্দ্রের ভাষায় "Indeed the Gupta sculpture may be regarded as typically Indian and classic in every sense of the term." মথুরা, বারাণসী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে এ যুগের বহু ভাস্কর্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভাস্কর্যের মতো গুপ্ত-চিত্রকলাও ছিল প্রাণবন্ত। অজন্তাগুহার দেওয়ালে আঁকা চিত্রগুলি যেমন সজীব তেমনি স্বাভাবিক। এখানে রাজা, রানি, রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে অপ্সরা, কিন্নরী, ভূত-প্রেত সবই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই অজন্তার গুহাচিত্র পরিদর্শন করে বিস্ময়াবিভূত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলেছেন, "যা কিছু মহৎ, যা কিছু ক্ষুদ্র সবই অজন্তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে।" অজন্তা ছাড়া মধ্যপ্রদেশের 'বাঘ গুহাচিত্রের' নিদর্শনগুলিও গুপ্ত যুগের শিল্পীদের চিন্তারগভীরতা ও তুলির সূক্ষ্মতার অপূর্ব নিদর্শন।

গুপ্ত যুগের এইরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সত্ত্বেও এ যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে অধুনা মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের মতে, গুপ্ত যুগে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল সত্য, কিন্তু তার সাথে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের যোগ ছিল না। এদের মতে, গুপ্ত যুগে আপাত সচ্ছলতার অন্তরালে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ছিল প্রকট। দেশের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় বণিক, উচ্চ অভিজাত ও সামন্ত-প্রভুদের হস্তগত ছিল। ভূমিদাসদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বর্ণভেদের কঠোরতা হ্রাস পেলেও জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা এ যুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নারীদের গুপ্ত যুগে পূর্বাপেক্ষা খারাপ হয়েছিল।
অবস্থা গুপ্ত যুগে সাহিত্যের উন্নতি ঘটলেও, তা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পায়নি। এ যুগে মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল, যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না।
উপরিলিখিত ত্রুটিসমূহ সত্ত্বেও গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের 'সুবর্ণ যুগ' বললে অত্যুক্তি হয় না।